

যিশু “পথ” হিসেবে, মেলকিসেদেকের যাজকত্ব, যবনিকা ছিন্নকরণ, এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রবেশ

এই আলোচনাটি যিশুর মুক্তিদায়ক কাজ, যবনিকা ছিন্নকরণ, “পথ” হিসেবে যিশু, মেলকিসেদেকের যাজকত্ব (রুটি ও দ্রাক্ষারস সহ), পবিত্র আত্মার যোগাযোগ, সহভাগিতা এবং মন্দির হিসেবে বিশ্বাসীর ভূমিকার মধ্যে ইয়োম কিপ্পুরের পরিপূর্ণতার পূর্ণাঙ্গ পরিসরকে একীভূত করে। এটি আলোচনা করে যে কীভাবে এই উপাদানগুলি সহভাগিতা এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের উপর প্রভাব ফেলে, যা সম্পূর্ণরূপে ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

১. পুরাতন নিয়মে ইয়োম কিপ্পুর

লেবীয় পুস্তক ১৬, লেবীয় পুস্তক ২৩:২৬-৩২ এবং গণনাপুস্তক ২৯:৭-১১-তে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত ইয়োম কিপ্পুর হলো প্রায়শ্চিত্তের দিন, যা ইস্রায়েলের বলিদান ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পর্যায়। এই দিন ঈশ্বরের সাথে তাদের চুক্তিগত সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য সমাগম-তাঁবু ও জনগণকে শুদ্ধ করে।

- মহাযাজক: মহাযাজক (হারোণ বা তাঁর উত্তরাধিকারীগণ) বছরে একবার রক্তসহ যবনিকার আড়ালে মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন এবং নিজের ও ইস্রায়েলের জন্য পাপমোচন উৎসর্গ করেন (লেবীয় ১৬:২-৬, ১৬:১১-১৪)। তাঁর প্রবেশাধিকার সীমিত, এবং তাঁর পাপময়তার কারণে তাঁর নিজের জন্য একটি পাপার্থক বলির প্রয়োজন হয় (লেবীয় ১৬:১১)।
- বলিদান: যাজকের পাপের জন্য একটি ষাঁড় এবং জনগণের পাপের জন্য একটি ছাগল বলি দেওয়া হয়, এবং প্রায়শ্চিত্তের জন্য কৃপাসনের উপর রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয় (লেবীয় ১৬:১১, ১৬:১৫-১৬)।
- বলির ছাগল: মহাযাজক একটি দ্বিতীয় ছাগলের উপর ইস্রায়েলের পাপ স্বীকার করার পর, সেই ছাগলটি সেই পাপসমূহ মরুপ্রান্তরে বহন করে নিয়ে যায়, যা সেগুলোর অপসারণের প্রতীক (লেবীয় ১৬:২০-২২)।
- ধূপ: মহাযাজক ধূপ জ্বালান, যা এক মেঘ সৃষ্টি করে তাঁকে মহাপবিত্র স্থানে ঈশ্বরের মহিমা থেকে আড়াল করে এবং মৃত্যু প্রতিরোধ করে (লেবীয় ১৬:১২-১৩)। ধূপ প্রার্থনার প্রতীক (গীতসংহিতা ১৪১:২, “আমার প্রার্থনা তোমার দৃষ্টিতে ধূপের ন্যায় বলে গণ্য হোক”)।
- শুদ্ধিকরণ: রক্ত সমাগম-তাঁবু, বেদি এবং মানুষকে পাপের কলুষতা থেকে শুচি করে, যা ঈশ্বরের উপস্থিতি নিশ্চিত করে (লেবীয় ১৬:১৬-১৯, ১৬:৩০)।
- স্বীকারোক্তি: বলির ছাগলের উপর মহাযাজকের স্বীকারোক্তি ইস্রায়েলের পাপসমূহ স্থানান্তর করে (লেবীয় ১৬:২১)।
- বিশ্রাম ও দুঃখভোগ: ইস্রায়েল বিশ্রামবার পালন করে, কাজ থেকে বিরত থাকে এবং নিজেদেরকে দুঃখভোগ করে (সম্ভবত উপবাসের মাধ্যমে), যা তাদের নশ্রতা এবং ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভরতাকে প্রতিফলিত করে (লেবীয় ১৬:২৯-৩১, লেবীয় ২৩:২৭-৩২)।
- পুনর্মিলন: রক্তে সিক্ত করুণাসন হলো সেই স্থান যেখানে ঈশ্বর ইস্রায়েলের সঙ্গে মিলিত হন (লেবীয় ১৬:১৪, যাত্রাপুস্তক ২৫:২২), কিন্তু সেখানে কেবল মহাযাজকেরই প্রবেশাধিকার রয়েছে।
- সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত পরিধি: প্রায়শ্চিত্ত সমগ্র মণ্ডলী এবং ব্যক্তিগত পাপসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে (লেবীয় ১৬:১৭, ১৬:৩০)।
- মরুপ্রান্তর: বলির ছাগলকে এক নির্জন স্থানে নির্বাসন দেওয়া পাপ মোচন করে (লেবীয় ১৬:২২)।

পবিত্র স্থানকে মহাপবিত্র স্থান থেকে পৃথককারী পর্দাটি ঈশ্বরের পবিত্রতা ও মানুষের পাপময়তার মধ্যকার প্রতিবন্ধকতার প্রতীক ছিল (লেবীয় ১৬:২), যা পুরাতন নিয়মের আচার-অনুষ্ঠানগুলোর সীমিত প্রবেশাধিকার ও অস্থায়ী প্রকৃতির ওপর জোর দিত এবং যেগুলোর বার্ষিক পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল (লেবীয় ১৬:৩৪)।

২. যিশুর দ্বারা ইয়োম কিপ্পুরের পরিপূর্ণতা

নতুন নিয়ম, বিশেষ করে ইব্রীয় পুস্তক, যিশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণকে ইয়োম কিপ্পুরের চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা হিসেবে উপস্থাপন করে, যা এর অস্থায়ী, পার্থিব আচার-অনুষ্ঠানকে এক শাস্বত, স্বর্গীয় বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে।

□ মেলকিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক:

- যিশু হলেন মেল্কীষেদেকের রীতি অনুসারে অনন্তকালীন ও নিষ্পাপ মহাযাজক (ইব্রীয় ৪:১৪, ৫:৬, ৭:১৭, ৭:২৪-২৫), এবং তিনি লেবীয় যাজকত্বের উর্ধ্বে। হারোণের মতো নন, যাঁর নিজের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল (লেবীয় ১৬:১১) এবং যাঁর যাজকত্ব মৃত্যুর কারণে অস্থায়ী ছিল (ইব্রীয় ৭:২৩), যিশু “মধ্যস্থতা করার জন্য সর্বদা জীবিত থাকেন” (ইব্রীয় ৭:২৫)। তাঁর যাজকত্ব, মেল্কীষেদেকের যাজকত্বের অনুরূপ (ইব্রীয় ৭:৩, “দিনের শুরু বা জীবনের শেষ নেই”), অনন্তকালীন ও নিখুঁত (ইব্রীয় ৭:১১-২৮)।
- তিনি নিজ রক্তসহ স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন, পার্থিব আবাসে নয় (ইব্রীয় ৯:২৪, ৯:১২), এবং মহাযাজকের ভূমিকা পালন করেন (লেবীয় ১৬:২-৩)।

□ বলিদান এবং বলির পাঁঠা:

- ক্রুশে যিশুর মৃত্যু হলো পাপমোচনের চূড়ান্ত বলিদান (ইব্রীয় ৯:২৬, “তিনি একবারেই আবির্ভূত হয়েছেন... যেন নিজের আত্মবলিদানের দ্বারা পাপ দূর করতে পারেন”) এবং বলির পাঁঠা (১ পিতর ২:২৪, “তিনি নিজেই ক্রুশের উপর তাঁর দেহে আমাদের পাপ বহন করেছেন”; যিশাইয় ৫৩:৬, “সদাপ্রভু আমাদের সকলের অধর্ম তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন”)। যিরুশালেমের বাইরে ঝরানো তাঁর রক্ত (যোহন ১৯:১৭, ইব্রীয় ১৩:১২) স্থায়ীভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে (ইব্রীয় ১০:১০) এবং পাপ দূর করে, যা ইয়োম কিপ্পুরের বার্ষিক বলিদানের মতো নয় (লেবীয় ১৬:১৫-২২)।
- তাঁর বলিদান হলো এক “সুগন্ধি নৈবেদ্য” (ইফিষীয় ৫:২), যা ইয়োম কিপ্পুরের মনোরম সুবাসের (লেবীয় ১:৯) অনুরূপ।

□ প্রার্থনা হিসেবে ধূপ:

- যিশুর পার্থিব প্রার্থনা, বিশেষ করে তাঁর মহাযাজকীয় প্রার্থনা (যোহন ১৭:৯-২০), এবং স্বর্গে তাঁর অবিরাম মধ্যস্থতা (ইব্রীয় ৭:২৫, রোমীয় ৮:৩৪) ধূপের মেঘকে (লেবীয় ১৬:১২-১৩) পূর্ণ করে। বিশ্বাসীদের প্রার্থনা তাঁর মধ্য দিয়ে ধূপের মতো ওঠে (প্রকাশিত বাক্য ৫:৮, “ধূপে পূর্ণ স্বর্গপাত্র, যা সাধুদের প্রার্থনা”; প্রকাশিত বাক্য ৮:৩-৪)।
- গীতসংহিতা ১৪১:২ পদে প্রার্থনাকে ধূপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, যা যিশুর মধ্যস্থতার দ্বারা আরও দৃঢ় হয়েছে (যোহন ১৬:২৩-২৪)।

□ পরিচ্ছন্নতা:

- যিশুর রক্ত স্বর্গীয় পবিত্র স্থানকে (ইব্রীয় ৯:২৩-২৪) এবং বিশ্বাসীদের বিবেককে (ইব্রীয় ৯:১৪, ১ যোহন ১:৭, “তাঁর পুত্র যিশুর রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে”) শুচি করে। এটি ইয়োম কিপ্পুরের অস্থায়ী শুচিকরণকে (লেবীয় ১৬:১৬-১৯) ছাড়িয়ে যায়।

□ স্বীকারোক্তি এবং পাপ স্থানান্তর:

- যিশু মানবজাতির পাপ বহন করেন (যিশাইয় ৫৩:৬, ১ পিতর ২:২৪), এবং বলির পাঁঠার ভূমিকা পালন করেন (লেবীয় ১৬:২১)। তাঁর মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের স্বীকারোক্তি শোনা হয় (১ যোহন ১:৯)।

□ বিশ্রাম ও কষ্ট:

- যিশুর সমাপ্ত কাজ অনন্তকালীন বিশ্রাম প্রদান করে (ইব্রীয় ৪:৯-১০, “ঈশ্বরের প্রজাদের জন্য বিশ্রামবারীয়া বিশ্রাম”; মথি ১১:২৮, “আমার কাছে এসো... আর আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব”), যা ইয়োম কিপ্পুরের বার্ষিক বিশ্রামকেও ছাড়িয়ে যায় (লেবীয় ১৬:৩১)।

□ পুনর্মিলন:

- যিশুর রক্তই হলো প্রায়শ্চিত্ত (রোমীয় ৩:২৫, যা করুণাসনের সঙ্গে যুক্ত), যা মানবজাতিকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করে (কলসীয় ১:২০, রোমীয় ৫:১০-১১)। তাঁর কাজ ইয়োম কিপ্পুরের পুনর্মিলনকে সার্বজনীন করে তোলে (১ যোহন ২:২)।

□ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রবেশ:

- যিশু ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সরাসরি প্রবেশের পথ খুলে দেন (ইব্রীয় ১০:১৯-২২, “যিশুর রক্তের দ্বারা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সাহস”), যা ইয়োম কিপ্পুরের সীমিত প্রবেশের (লেবীয় ১৬:২) থেকে ভিন্ন।

□ প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পরিধি:

- যিশুর প্রায়শ্চিত্ত সকলকে (১ তীমথিয় ২:৫-৬) এবং ব্যক্তিকেও (যোহন ৩:১৬) অন্তর্ভুক্ত করে, যা ইয়োম কিপ্পুরের দ্বৈত পরিধিকে (লেবীয় ১৬:১৭) পূর্ণ করে।

□ শিবিরের বাইরে নির্জনতা ও দুর্ভোগ:

- যিশুর “ফটকের বাইরে” ক্রুশবিদ্ধ হওয়া (ইব্রীয় ১৩:১২, যোহন ১৯:১৭) বলির ছাগলের নির্বাসনের (লেবীয় ১৬:২২) সমান্তরাল।

৩. খ্রিষ্টের দেহরূপে যবনিকা ছিন্ন হওয়া

যিশুর মৃত্যুর সময় মন্দিরের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়া (মথি ২৭:৫০-৫১, মার্ক ১৫:৩৭-৩৮, লুক ২৩:৪৫-৪৬) একটি ঐশ্বরিক কাজ, যা ইব্রীয় ১০:২০ পদে তাঁর দেহরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে (“পর্দার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ, তাঁর মাংসের মধ্য দিয়ে”):

- ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রবেশ: যবনিকা ছিন্ন হওয়া পাপের বাধা দূর করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়ার এক “নতুন ও জীবন্ত পথ” খুলে দেয় (ইব্রীয় ১০:১৯-২০)। এটি ইয়োম কিপ্পুরের সীমিত প্রবেশাধিকারকে পূর্ণ করে, যেখানে কেবল মহাযাজকই যবনিকার আড়ালে প্রবেশ করতেন (লেবীয় ১৬:২)।
- ইব্রীয় ৯:৮ পদের পরিপূর্ণতা: ইব্রীয় ৯:৮ পদে বলা হয়েছে, “যতদিন প্রথম তাঁবুটি থাকবে, ততদিন পবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ খোলা হবে না,” যা পুরাতন নিয়মের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। যবনিকার ছিন্ন হওয়া এই বাধাগুলির সমাপ্তি নির্দেশ করে, কারণ যিশুর বলিদান পার্থিব তাঁবুকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে (ইব্রীয় ৮:১৩, ৯:১১-১২)।
- যিশুর দেহ: ক্রুশের উপর তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ (যোহন ১৯:৩৪, ইব্রীয় ১০:৫-১০) হলো ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম, যা যবনিকার বিভেদ দূর করে তাঁর কাছে সরাসরি প্রবেশের সুযোগ করে দেয় (ইব্রীয় ১০:২২)।
- ঐশ্বরিক উদ্যোগ: “উপর থেকে নিচ পর্যন্ত” ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাটি (মথি ২৭:৫১) ঈশ্বরের কাজ বলে ইঙ্গিত করে, মানুষের প্রচেষ্টার নয়, যা যিশুর সম্পন্ন করা কাজের (যোহন ১৯:৩০, “সব শেষ”) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪. যোহন ১৪:৬ পদে যিশু “পথ” হিসেবে

যীশুর এই উক্তি, “আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না” (যোহন ১৪:৬), যা তিনি তাঁর শিষ্যদের (যোহন ১৪:১-৫) বলেছিলেন, তা তাঁর অনন্য ভূমিকা নির্ধারণ করে।

- পথ: পিতার কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ হলেন যিশু, যিনি মধ্যস্থতার কাজটি সম্পন্ন করেন (১ তীমথিয় ২:৫, “ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ হলেন মানুষ খ্রীষ্ট যিশু”)। তাঁর বলিদান ও যাজকত্ব সেই পথ খুলে দেয়, যা ইয়োম কিপ্পুরের মহাযাজককেও ছাড়িয়ে যায় (লেবীয় ১৬:২)।
- সত্য: তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মূর্ত প্রতীক (যোহন ১:১৪, ১৭:১৭), এবং বিধান পূর্ণ করেন (মথি ৫:১৭)।
- জীবন: তিনি অনন্ত জীবন দান করেন (যোহন ১০:১০, ১১:২৫, রোমীয় ৬:২৩)।
- যবনিকার সাথে সংযোগ: ছিন্ন যবনিকা, অর্থাৎ তাঁর দেহ (ইব্রীয় ১০:২০), হলো “নতুন ও জীবন্ত পথ,” যা যোহন ১৪:৬-এর “পথ”-এর সাথে সরাসরি সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর মৃত্যু পিতার কাছে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে এবং তাঁর দাবি পূর্ণ করে।
- ইয়োম কিপ্পুরের সাথে সংযোগ: “পথ” হিসেবে যিশু মহাযাজকের অস্থায়ী মধ্যস্থতার পরিবর্তে তাঁর অনন্তকালীন যাজকত্ব গ্রহণ করেন (ইব্রীয় ৭:২৫)।

৫. মেলকিসেদেকের যাজকত্ব এবং রুটি ও ড্রাম্ফারস

আদিপুস্তক ১৪:১৮-২০ পদে উল্লিখিত এবং ইব্রীয় ৭:১-১৭ পদে বিশদভাবে বর্ণিত মেলকিসেদেক, যিশুর যাজকত্বের পূর্বরূপ।

- অনন্তকালীন যাজকত্ব: মেল্কীষেদক, “পিতা বা মাতা বা বংশপরিচয়হীন, যাঁর দিনের শুরুও নেই এবং জীবনের শেষও নেই” (ইব্রীয় ৭:৩), যীশুর অনুরূপ, যাঁর যাজকত্ব চিরস্থায়ী (ইব্রীয় ৭:২৪)।
- রাজা ও যাজক: সালেমের রাজা এবং পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক হিসেবে (আদিপুস্তক ১৪:১৮, ইব্রীয় ৭:১), তিনি যিশুর পালন করা ভূমিকাগুলোকে একত্রিত করেন (সখরিয় ৬:১৩, “তিনি রাজকীয় সম্মান লাভ করবেন এবং নিজ সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবেন”)।
- রুটি ও দ্রাক্ষারস: মেলকিসেদেক “রুটি ও দ্রাক্ষারস বের করে আনলেন” (আদিপুস্তক ১৪:১৮), যা অব্রামের সঙ্গে যাজকীয় সহভাগিতা বা আশীর্বাদের একটি কাজ এবং ইয়োম কিপ্পুরের রক্ত বলিদান থেকে ভিন্ন। এটি প্রভুর ভোজের পূর্বভাস দেয়, যেখানে যিশুর দেহ (রুটি) এবং রক্ত (দ্রাক্ষারস) নতুন নিয়ম স্থাপন করে (মথি ২৬:২৬-২৮, ১ করিন্থীয় ১১:২৪-২৫)।
- শ্রেষ্ঠত্ব: অব্রাহামের দশমাংশ প্রদানের মাধ্যমে (ইব্রীয় ৭:৪-১০) প্রদর্শিত মেল্কীষেদকের মহত্ত্ব, তাঁর যাজকপদকে লেবীয় ব্যবস্থার উর্ধ্বে স্থাপন করে (ইব্রীয় ৭:১১), যা যিশুর সিদ্ধ যাজকপদের পূর্বরূপ (ইব্রীয় ৭:১৭, “তুমি মেল্কীষেদকের রীতি অনুসারে চিরকালের জন্য যাজক”)।
- ইয়োম কিপ্পুরের সাথে সংযোগ: ইয়োম কিপ্পুরের লেবীয় মহাযাজক রক্ত উৎসর্গ করতেন (লেবীয় ১৬:১৪-১৫), কিন্তু রুটি ও দ্রাক্ষারস সহযোগে মেলকিসেদেকের যাজকত্ব এক উচ্চতর ব্যবস্থার দিকে নির্দেশ করে। যিশু, মেলকিসেদেকের রীতি অনুসারে, তাঁর রক্ত দ্বারা ইয়োম কিপ্পুরের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করেন (ইব্রীয় ৯:১২) এবং রুটি ও দ্রাক্ষারসের সাথে সহভাগিতা স্থাপন করেন (১ করিন্থীয় ১১:২৪-২৫), যা তাঁর যাজকত্বকে এই উভয় আচারের সাথে যুক্ত করে।
- প্রভুর ভোজের সাথে সংযোগ: মেলকিসেদেকের রুটি ও দ্রাক্ষারস (আদিপুস্তক ১৪:১৮) সরাসরি প্রভুর ভোজের উপাদানগুলোর পূর্বভাস দেয়, যা নতুন নিয়মের মধ্যস্থতাকারী চিরস্থায়ী যাজক হিসেবে যিশুর ভূমিকাকে (ইব্রীয় ৮:৬) সুদৃঢ় করে।
- “সেই পথের” সাথে সংযোগ: “সেই পথ” (যোহন ১৪:৬) হিসেবে যিশু তাঁর মেল্কীষেদীয় যাজকত্বের মধ্যে মূর্ত হয়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে (দেহ ও রক্ত, রুটি ও দ্রাক্ষারস) পিতার কাছে যাওয়ার পথ হিসেবে উৎসর্গ করেন (ইব্রীয় ১০:২০)।

৬. মন্দির হিসেবে বিশ্বাসীর দেহ

বিশ্বাসীরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে পবিত্র আত্মার মন্দির:

- ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০: “তোমাদের দেহ তোমাদের অন্তরে থাকা পবিত্র আত্মার মন্দির... তোমাদের মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে। তাই নিজেদের দেহ দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করো।”
- ১ করিন্থীয় ৩:১৬-১৭: “তোমরা ঈশ্বরের মন্দির এবং... ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন।”
- ইফিসীয় ২:২১-২২: মণ্ডলী হলো “এক পবিত্র মন্দির... আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের বাসস্থান।”
- ২ করিন্থীয় ৬:১৬: “আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির” (তুলনীয়: লেবীয় পুস্তক ২৬:১২)।

ইয়োম কিপ্পুরের সাথে সংযোগ:

- ইয়োম কিপ্পুর ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য সমাগম-তীব্রকরণে শুদ্ধ করত (লেবীয় ১৬:১৬)। যিশুর বলিদান বিশ্বাসীদের শুদ্ধ করে (ইব্রীয় ৯:১৪), তাদেরকে পবিত্র আত্মার বাসস্থানে পরিণত করে (১ করিন্থীয় ৬:১৯), এবং তাঁর প্রজাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাসকে পূর্ণ করে (যাত্রাপুস্তক ২৫:২২)।

পর্দার সাথে সংযোগ:

- ছিন্ন যবনিকা (ইব্রীয় ১০:২০) প্রবেশের পথ খুলে দেয়, যা পবিত্র আত্মার অন্তর্ভাসকে সম্ভব করে তোলে এবং বিশ্বাসীদেরকে মন্দিরে (২ করিন্থীয় ৬:১৬) রূপান্তরিত করে।

‘পথ’-এর সাথে সংযোগ:

- যিশু “পথ” (যোহন ১৪:৬) হিসেবে বিশ্বাসীদেরকে পিতার কাছে যাওয়ার পথ করে দিয়ে মন্দিরে পরিণত করেন, যে পথের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা বাস করেন (যোহন ১৪:১৬-১৭)।

মেলকিসেদেকের সাথে সংযোগ:

- যিশুর মেক্সীষেদীয় যাজকত্ব (ইব্রীয় ৭:১৭) তাঁর রক্তের দ্বারা বিশ্বাসীদেরকে মন্দিরস্বরূপ শুচি করে (ইব্রীয় ৯:১৪), এবং প্রভুর ভোজের রুটি ও দ্রাক্ষারস এই যাজকত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় (আদিপুস্তক ১৪:১৮)।

৭. পবিত্র আত্মার ভূমিকা ও যোগাযোগ

বিশ্বাস, অনুতাপ এবং বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা লাভ করা যায়, যা ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও তাঁর সাথে যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়:

- আত্মার সান্নিধ্যে প্রবেশ:

- প্রেরিত ২:৩৮: “অনুশোচনা করো এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করো... তাহলে তোমরা পবিত্র আত্মার দান লাভ করবে।”
- ইফিষীয় ১:১৩-১৪: বিশ্বাসীরা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে “প্রতিজ্ঞাকৃত পবিত্র আত্মার দ্বারা সীলমোহরযুক্ত” হন।
- গালাতীয় ৩:২: “বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রবণ করার দ্বারা” পবিত্র আত্মা লাভ করা যায়।
- রোমীয় ৮:৯: সকল বিশ্বাসীর মধ্যে পবিত্র আত্মা আছেন, যা তাদেরকে মন্দির করে তোলে (১ করিন্থীয় ৬:১৯)।

- যোগাযোগ:

- শিক্ষা: যোহন ১৪:২৬, “তিনি তোমাদের সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেবেন।”
- নির্দেশনা: যোহন ১৬:১৩, “তিনি তোমাদের সমস্ত সত্যে পরিচালিত করবেন।”
- মধ্যস্থতা: রোমীয় ৮:২৬, “পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করেন।”
- স্বপ্ন, দর্শন ও প্রত্যাদেশ: প্রেরিত ২:১৭-১৮ (তুলনীয়: যোহেল ২:২৮-২৯), “তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে এবং বৃদ্ধেরা স্বপ্ন দেখবে।” এর উদাহরণ হলো পিতরের দর্শন (প্রেরিত ১০:৯-১৬), পৌলের ম্যাসিডোনিয়ার দর্শন (প্রেরিত ১৬:৯), এবং যোহনের প্রত্যাদেশসমূহ (প্রকাশিত বাক্য ১:১০-১১)।

- ঈশ্বরের কাছে সঠিক প্রবেশাধিকার:

- পবিত্র আত্মা পুত্রত্ব (রোমীয় ৮:১৫-১৬, “আমরা ‘আব্বা! পিতা!’ বলে ডাকি”), প্রার্থনা (রোমীয় ৮:২৬) এবং উপাসনার (যোহন ৪:২৩-২৪) মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভকে সহজ করে দেন। স্বপ্ন ও দর্শন ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করার মাধ্যমে এই সান্নিধ্য লাভকে আরও বাড়িয়ে তোলে (প্রেরিত ১০:১৯)।
- ইফিষীয় ২:১৮: “তাঁর মাধ্যমেই আমরা উভয়ে একই আত্মায় পিতার সন্নিকটে পৌঁছাতে পারি।”

ইয়োম কিপপুরের সাথে সংযোগ:

- ইয়োম কিপপুরের আচার-অনুষ্ঠান পবিত্র আত্মার অন্তর্বাস প্রদান করত না (ইব্রীয় ৯:৯-১০)। যিশুর কাজ পবিত্র আত্মার উপস্থিতি সম্ভব করে তোলার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে (যিহিঙ্কেল ৩৬:২৭)।

পর্দার সাথে সংযোগ:

- যবনিকা ছিন্ন হওয়া (ইব্রীয় ১০:২০) পথ উন্মুক্ত করে (ইব্রীয় ১০:১৯), যা ইব্রীয় ৯:৮ পদের বাধাগুলো দূর করে এবং বিশ্বাস, অনুতাপ ও বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার অন্তর্বাসকে সম্ভব করে তোলে (প্রেরিত ২:৩৮)। স্বপ্ন, দর্শন ও প্রত্যাদেশসহ পবিত্র আত্মার যোগাযোগ এই পথ থেকেই প্রবাহিত হয়।

‘পথ’-এর সাথে সংযোগ:

- যিশু “পথ” (যোহন ১৪:৬) হিসেবে সেই মধ্যস্থতাকারী, যাঁর মাধ্যমে পবিত্র আত্মা প্রেরিত হন (যোহন ১৬:৭), এবং বিশ্বাসীদেরকে তাঁর সত্যে পরিচালিত করেন (যোহন ১৬:১৩)।

মেলকিসেদেকের সাথে সংযোগ:

- যিশুর মেক্সীষেদীয় যাজকত্ব (ইব্রীয় ৭:১৭) পাপমোচন করে (ইব্রীয় ৯:১২), যা পবিত্র আত্মার অন্তর্বাসকে সম্ভব করে তোলে এবং এই অন্তর্বাসই ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করে (প্রেরিত ২:১৭-১৮)।

৮. এককালীন দীক্ষা অনুষ্ঠান হিসেবে বাপ্তিস্ম

বাপ্তিস্ম হলো একটি এককালীন কাজ, যার মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে নতুন চুক্তিতে দীক্ষিত করা হয়:

- প্রেরিত ২:৩৮: “অনুশোচনা করো এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করো... তাহলে তোমরা পবিত্র আত্মার দান লাভ করবে।”
- রোমীয় ৬:৩-৪: খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে।
- ইফিসীয় ৪:৫: “এক বাপ্তিস্ম।”
- প্রেরিত ১৯:৪-৬: প্রায়শই পবিত্র আত্মার গ্রহণের সাথে যুক্ত।
- বাপ্তিস্ম বিশ্বাসীদেরকে যিশুর মৃত্যু ও ছিন্ন যবনিকার (রোমীয় ৬:৩, ইব্রীয় ১০:২০) সঙ্গে একাত্ম করে, তাদেরকে “সেই পথে” (যোহন ১৪:৬) দীক্ষিত করে এবং পবিত্র আত্মাকে (প্রেরিত ২:৩৮) দান করে, যিনি যোগাযোগ করেন (প্রেরিত ২:১৭-১৮)। বাপ্তিস্মের পরেও পবিত্র আত্মার কাজ চলতে থাকে (গালাতীয় ৫:১৬)।

ইয়োম কিপপুরের সাথে সংযোগ:

- বাপ্তিস্ম, যিশুর বলিদানের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মাধ্যমে (রোমীয় ৬:৩-৪), ইয়োম কিপপুরের শুদ্ধিকরণকে (লেবীয় ১৬:৩০) পূর্ণ করে।

মেলকিসেদেকের সাথে সংযোগ:

- বাপ্তিস্ম যিশুর মেলকিসেদীয় যাজকত্বের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকৃত নতুন চুক্তিতে প্রবেশের প্রতিফলন ঘটায় (ইব্রীয় ৮:৬), যা প্রভুর ভোজের রুটি ও দ্রাক্ষারসে প্রতীকায়িত হয় (আদিপুস্তক ১৪:১৮)।

৯. প্রভুর ভোজ এবং এর ভূমিকা

যিশু কর্তৃক প্রবর্তিত প্রভুর ভোজ (মথি ২৬:২৬-২৮, ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৫), তাঁর দেহ ও রক্তের স্মরণে পালিত হয়:

- রুটি: “এই আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য” (১ করিন্থীয় ১১:২৪), ছিন্ন যবনিকা (ইব্রীয় ১০:২০)।
- পেয়লা: “এই পেয়লা আমার রক্তে নতুন নিয়ম” (১ করিন্থীয় ১১:২৫), যা করুণাসনের (রোমীয় ৩:২৫) পূর্ণতা দান করে।
- উদ্দেশ্য: যিশুর মৃত্যুকে স্মরণ করা (১ করিন্থীয় ১১:২৪-২৫), তা ঘোষণা করা (১ করিন্থীয় ১১:২৬), ঐক্য বৃদ্ধি করা (১ করিন্থীয় ১০:১৬-১৭), এবং আত্ম-পরীক্ষার দাবি করা (১ করিন্থীয় ১১:২৮)।

ইয়োম কিপপুরের সাথে সংযোগ:

- প্রভুর ভোজ যিশুর দ্বারা ইয়োম কিপপুরের বলিদান (ইব্রীয় ৯:১২), বলির পাঁঠা (১ পিতর ২:২৪), এবং করুণার আসন (রোমীয় ৩:২৫) এর পরিপূর্ণতাকে উদযাপন করে। প্রভুর ভোজের সময় করা প্রার্থনা ধূপের মতো উপরে ওঠে (প্রকাশিত বাক্য ৮:৩-৪), যা লেবীয় পুস্তক ১৬:১২-১৩ এর পরিপূর্ণতা সাধন করে।

পর্দার সাথে সংযোগ:

- রুটিটি যিশুর দেহের প্রতীক, এবং ছিন্ন যবনিকাটি (১ করিন্থীয় ১১:২৪, ইব্রীয় ১০:২০) প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে (ইব্রীয় ১০:১৯)।

‘পথ’-এর সাথে সংযোগ:

- প্রভুর ভোজ যীশুকে “পথ” (যোহন ১৪:৬) হিসেবে ঘোষণা করে, যা তাঁর বলিদানের মাধ্যমে পিতার কাছে পৌঁছানোর পথ (১ করিন্থীয় ১১:২৬)।

মেলকিসেদেকের সাথে সংযোগ:

- মেলকিসেদেকের রুটি ও দ্রাক্ষারস (আদিপুস্তক ১৪:১৮) প্রভুর ভোজের উপাদানগুলোর (মথি ২৬:২৬-২৮) পূর্বভাস দেয়, যা যিশুর মেলকিসেদেকীয় যাজকত্বকে (ইব্রীয় ৭:১৭) নতুন চুক্তির (১ করিন্থীয় ১১:২৫) সাথে যুক্ত করে।

আত্মার সাথে সংযোগ:

- প্রভুর ভোজ বিশ্বাসীদেরকে মন্দির হিসেবে তাদের সচেতনতা নবায়ন করে (১ করিন্থীয় ৬:১৯), যেখানে আত্মা যোগাযোগ করেন (প্রেরিত ২:১৭-১৮), কিন্তু এটি আত্মাকে দান করে না, যা বিশ্বাস, অনুতাপ এবং বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আসে (প্রেরিত ২:৩৮)।

১০. কম্যুনিয়নের মাধ্যমে ইয়োম কিপপুর উদযাপন

পবিত্র ভোজনের মাধ্যমে ইয়োম কিপপুরের পরিপূর্ণতা উদযাপন সকল বিষয়কে একীভূত করে:

- প্রস্তুতি:
 - অনুতাপ করো এবং নিজেকে পরীক্ষা করো (১ করিন্থীয় ১১:২৮), যা ইয়োম কিপপুরের দুঃখভোগের (লেবীয় ১৬:২৯) প্রতিধ্বনি।
 - যিশুর প্রায়শ্চিত্তের (ইব্রীয় ৯:১২) বিষয়ে মনন করুন, যা ইয়োম কিপপুরের রক্তকে (লেবীয় ১৬:১৪-১৫) পূর্ণ করে।
- ধর্মগ্রন্থ পাঠ:
 - লেবীয় পুস্তক ১৬: ইয়োম কিপপুরের আচার-অনুষ্ঠান।
 - আদিপুস্তক ১৪:১৮-২০: মেলকিষেদকের রুটি ও দ্রাক্ষারস।
 - মথি ২৭:৫০-৫১: যবনিকা ছিঁড়ে যাচ্ছে।
 - ইব্রীয় ৭:১-১৭: মেলকিষেদকের যাজকত্ব।
 - ইব্রীয় ৯:১-১৪, ৯:৮: পুরাতন নিয়মের সীমাবদ্ধতা।
 - ইব্রীয় ১০:১৯-২২: ছিন্ন যবনিকা এবং প্রবেশাধিকার।
 - যোহন ১৪:৬: যিশুই “পথ”।
 - প্রেরিত ২:১৭-১৮: আত্মার যোগাযোগ।
 - মথি ২৬:২৬-২৮, ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৫: প্রভুর ভোজের প্রতিষ্ঠা।
- ধূপ হিসেবে প্রার্থনা:
 - ধন্যবাদ, স্বীকারোক্তি এবং মধ্যস্থতার প্রার্থনা করুন (প্রকাশিত বাক্য ৫:৮, ৮:৩-৪), যা ইয়োম কিপপুরের ধূপের প্রতিফলন ঘটায় (লেবীয় ১৬:১২-১৩)। স্বপ্ন, দর্শন এবং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সহ পবিত্র আত্মার নির্দেশনা অন্বেষণ করুন (প্রেরিত ২:১৭-১৮, যোহন ১৬:১৩)।
- প্রভুর ভোজ গ্রহণ:
 - রুটি: যিশুর দেহ, ছিন্ন যবনিকা (১ করিন্থীয় ১১:২৪, ইব্রীয় ১০:২০), “পথ” (যোহন ১৪:৬), এবং মল্কীষেদকের রুটি (আদিপুস্তক ১৪:১৮) স্মরণ করে তা ভোজন করুন। পাপভার বহন করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন (১ পিতর ২:২৪)।
 - পেয়াল: তাঁর রক্ত, নতুন নিয়ম (১ করিন্থীয় ১১:২৫, রোমীয় ৩:২৫) এবং মল্কীষেদকের দ্রাক্ষারস (আদিপুস্তক ১৪:১৮) উদযাপন করে পান করুন। অনন্তকালীন মুক্তির জন্য তাঁর প্রশংসা করুন (ইব্রীয় ৯:১২)।
 - মন্দির হওয়ার বিষয়ে ধ্যান করুন (১ করিন্থীয় ৬:১৯), যা তাঁর বলিদানের দ্বারা শুচি হয় (ইব্রীয় ৯:১৪)।
- ঘোষণা:
 - যিশুর মৃত্যু (১ করিন্থীয় ১১:২৬), ছিন্ন যবনিকা, তাঁর মল্কীষেদীয় যাজকত্ব (ইব্রীয় ৭:১৭), এবং “পথ” হিসেবে তাঁর ভূমিকা (যোহন ১৪:৬) ঘোষণা করুন, যা ইয়োম কিপপুরের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করে (ইব্রীয় ১০:১০)।
- সুসমাচারের আহ্বান:
 - প্রেরিত ২:৩৮, যোহন ১৪:৬, এবং রোমীয় ১০:৯ পদগুলো শেয়ার করুন, এবং অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাস, অনুতাপ ও বাপ্তিস্মের জন্য আমন্ত্রণ জানান, যেন তারা পবিত্র আত্মা লাভ করে (প্রেরিত ২:৩৮) এবং “সেই পথে” প্রবেশ করে (যোহন ১৪:৬)।
- সম্প্রদায় ও উপাসনা:

- বিশ্বাসীদের সঙ্গে সহভাগিতায় অংশ নিন, খ্রীষ্টের দেহ হিসেবে ঐক্যের উপর জোর দিন (১ করিন্থীয় ১০:১৭, ইফিষীয় ২:২১-২২)। ইয়োম কিপ্পুরের মূলভাবের সাথে সংযোগ রেখে স্তবগান করুন অথবা গীতসংহিতা ২২, যিশাইয় ৫৩, বা গীতসংহিতা ১৪১:২ পড়ুন।

□ পবিত্রতার প্রতি অঙ্গীকার:

- মন্দির হিসেবে (১ করিন্থীয় ৬:১৯), ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করার জন্য (১ করিন্থীয় ৬:২০) নিজেকে উৎসর্গ করুন, পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে (রোমীয় ৮:১৪) জীবনকে “জীবন্ত বলিদান” (রোমীয় ১২:১) হিসেবে উৎসর্গ করুন, যার মধ্যে তাঁর সাথে যোগাযোগও (প্রেরিত ২:১৭-১৮) অন্তর্ভুক্ত।

মেলকিসেদেকের সাথে সংযোগ:

- প্রভুর ভোজের রুটি ও দ্রাক্ষারস মেলকিসেদেকের উৎসর্গের (আদিপুস্তক ১৪:১৮) প্রতিধ্বনি করে, যা যিশুর যাজকত্বকে (ইব্রীয় ৭:১৭) এবং নতুন নিয়মকে (১ করিন্থীয় ১১:২৫) সুদৃঢ় করে।

১১. পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার প্রভাব

যিশুর দেহরূপে (ইব্রীয় ১০:২০) যবনিকা ছিন্ন হওয়া, ইয়োম কিপ্পুরের বিভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগকে প্রভাবিত করে:

1. মহাযাজক এবং মেলকিসেদেক যাজকত্ব:

- ইয়োম কিপ্পুর: মহাযাজক যবনিকার আড়ালে প্রবেশ করলেন (লেবীয় ১৬:২)।
- যবনিকার ছিন্নকরণ: যিশুর মৃত্যু যবনিকার ছিন্ন করে (ইব্রীয় ১০:২০), এবং তাঁর স্বর্গারোহণ তাঁকে মেলকিসেদেক যাজক হিসেবে (ইব্রীয় ৭:১৭) স্বর্গে প্রবেশ করায় (ইব্রীয় ৯:২৪)।
- প্রভাব: প্রভুর ভোজ তাঁর দেহ, ছিন্ন যবনিকা (১ করিন্থীয় ১১:২৪), এবং তাঁর অনন্তকালীন যাজকত্বকে উদযাপন করে, যা প্রবেশাধিকার প্রদান করে (ইব্রীয় ৭:২৫)।

2. বলি/বলির পাঁঠা:

- ইয়োম কিপ্পুর: রক্তের দ্বারা সাময়িকভাবে পাপমোচন হয় (লেবীয় ১৬:১৫-২২)।
- যবনিকার ছিন্নকরণ: যিশুর দেহ স্থায়ীভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে (ইব্রীয় ১০:২০, ৯:২৬)।
- প্রভাব: প্রভুর ভোজের রুটি ও পানপাত্র এই বলিদানের কথা ঘোষণা করে (১ করিন্থীয় ১১:২৪-২৬)।

3. প্রার্থনা হিসেবে ধূপ:

- ইয়োম কিপ্পুর: ধূপ যাজককে রক্ষা করত (লেবীয় ১৬:১২-১৩)।
- যবনিকার ছিন্নবিষ্টকরণ: বিশ্বাসীদের প্রার্থনা যিশুর মাধ্যমে ঊর্ধ্বে ওঠে (ইব্রীয় ১০:২২, প্রকাশিত বাক্য ৮:৩-৪)।
- প্রভাব: প্রভুর ভোজনে প্রার্থনা ধূপের মতো অন্তর্ভুক্ত থাকে (গীতসংহিতা ১৪১:২), যা প্রবেশাধিকারকে প্রতিফলিত করে।

4. বিশ্বাসীই মন্দির:

- ইয়োম কিপ্পুর: সমাগম তাঁবু ছিল ঈশ্বরের বাসস্থান (লেবীয় ১৬:১৬)।
- যিশুর বলিদান বিশ্বাসীদেরকে মন্দিরে পরিণত করে (১ করিন্থীয় ৬:১৯, ইব্রীয় ৯:১৪)।
- প্রভাব: প্রভুর ভোজ এই পরিচয়কে সুদৃঢ় করে (১ করিন্থীয় ১০:১৬)।

5. পবিত্র আত্মার কাছে প্রবেশাধিকার:

- ইয়োম কিপ্পুর: অন্তরে আত্মার বাস নেই (ইব্রীয় ৯:৯-১০)।
- যিশুর মৃত্যু, যা তাঁর মুক্তিদায়ক কাজের একটি অংশ, বিশ্বাস, অনুতাপ এবং বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার অন্তর্বাসকে সম্ভব করে তোলে (প্রেরিত ২:৩৮, ইফিষীয় ১:১৩)। পবিত্র আত্মা স্বপ্ন, দর্শন এবং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন (প্রেরিত ২:১৭-১৮)।

- প্রভাব: প্রভুর ভোজ আমাদেরকে মন্দির হিসেবে প্রবেশের সুযোগ সম্পর্কে সচেতনতা নবায়ন করে (১ করিন্থীয় ৬:১৯), কিন্তু পবিত্র আত্মা কেবল প্রভুর ভোজ বা যবনিকার ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে নয়, বরং বিশ্বাস, অনুতাপ ও বাপ্তিস্মের মাধ্যমে লাভ করা যায় (গালাতীয় ৩:২)।

6. শুদ্ধিকরণ ও পুনর্মিলন:

- ইয়োম কিপ্লুর: সাময়িকভাবে শুদ্ধ রক্ত (লেবীয় ১৬:৩০)।
- যবনিকার ছিন্নকরণ: যিশুর রক্ত অনন্তকালের জন্য শুচি করে (ইব্রীয় ৯:১৪, রোমীয় ৫:১০)।
- প্রভাব: প্রভুর ভোজের পেয়ালা এই বিষয়টি উদযাপন করে (১ করিন্থীয় ১০:১৬)।

7. বিশ্রাম ও পবিত্রতা:

- ইয়োম কিপ্লুর: ইস্রায়েল বিশ্রাম নিয়েছিল (লেবীয় ১৬:২৯)।
- যবনিকা ছিন্নকরণ: যিশু বিশ্রাম দান করেন (ইব্রীয় ৪:৯-১০), এবং পবিত্রতার জন্য আহ্বান জানান (ইব্রীয় ১০:২২)।
- প্রভাব: প্রভুর ভোজ গ্রহণের জন্য আত্ম-পরীক্ষা প্রয়োজন (১ করিন্থীয় ১১:২৮)।

‘পথ’-এর সাথে সংযোগ:

- ছিন্ন যবনিকাটিই হলো “নতুন ও জীবন্ত পথ” (ইব্রীয় ১০:২০), স্বয়ং যিশু (যোহন ১৪:৬), পিতার কাছে যাওয়ার পথ।

মেলকিসেদেকের সাথে সংযোগ:

- ছিন্ন ওড়না, যা যিশুর দেহ, তা তাঁর মেলকিসেদেক যাজকত্বের (ইব্রীয় ৭:১৭) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যা প্রভুর ভোজের রুটি ও ড্রাক্কারস দ্বারা প্রতীকায়িত হয় (আদিপুস্তক ১৪:১৮)।

১২. ধর্মতাত্ত্বিক সংশ্লেষণ

যবনিকা ছিন্ন হওয়া (ইব্রীয় ১০:২০), যিশু “পথ” হিসেবে (যোহন ১৪:৬), এবং তাঁর মল্কীষেদীয় যাজকত্ব (ইব্রীয় ৭:১৭) ইয়োম কিপ্লুরকে পূর্ণ করে (লেবীয় ১৬, ইব্রীয় ৯:৮):

- যিশু “একমাত্র পথ” হিসেবে: পিতার কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ, যা তাঁর ছিন্ন দেহে (যোহন ১৪:৬, ইব্রীয় ১০:২০) এবং অনন্তকালীন যাজকত্ব (ইব্রীয় ৭:২৫) মূর্ত।
- মেলকিসেদেকের যাজকত্ব: যিশুর যাজকত্ব এবং সহভাগিতার রুটি ও ড্রাক্কারসের পূর্বভাস দেয় (আদিপুস্তক ১৪:১৮, ইব্রীয় ৭:৩), যা ইয়োম কিপ্লুরের লেবীয় প্রথাকে অতিক্রম করে (ইব্রীয় ৭:১১)।
- যবনিকা ছিন্নকরণ: ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার পথ উন্মুক্ত করে (ইব্রীয় ১০:১৯), যা ইয়োম কিপ্লুরের সীমিত প্রবেশাধিকারকে (লেবীয় ১৬:২) পূর্ণ করে।
- পবিত্র আত্মার যোগাযোগ: বিশ্বাস, অনুতাপ এবং বাপ্তিস্মের দ্বারা সম্ভব হয় (প্রেরিত ২:৩৮), এর মধ্যে রয়েছে স্বপ্ন, দর্শন এবং প্রত্যাদেশ (প্রেরিত ২:১৭-১৮), যা “সঠিক পথে” (যোহন ১৬:১৩) পরিচালনা করে।
- ঈশ্বরের কাছে সঠিক প্রবেশাধিকার: “সেই পথের” (ইফিষীয় ২:১৮, ইব্রীয় ১০:২২) মাধ্যমে, যা পবিত্র আত্মার দ্বারা সহজতর হয় (রোমীয় ৮:১৫)।
- বাপ্তিস্ম: “সেই পথে” (রোমীয় ৬:৩-৪, ইফিষীয় ৪:৫) প্রবেশের এককালীন দীক্ষা, যা পবিত্র আত্মা দান করে (প্রেরিত ২:৩৮)।
- প্রভুর ভোজ: ছিন্ন যবনিকা, “পথ,” এবং মল্কীষেদেকের উপাদানসমূহকে উদযাপন করে (১ করিন্থীয় ১১:২৪-২৬, আদিপুস্তক ১৪:১৮), এবং মন্দির হিসেবে প্রবেশাধিকার নবায়ন করে (১ করিন্থীয় ৬:১৯)।
- প্রার্থনারূপে ধূপ: পবিত্র আত্মা প্রার্থনাকে শক্তি দান করেন (রোমীয় ৮:২৬), যা ইয়োম কিপ্লুরের ধূপের বিধানকে পূর্ণ করে (প্রকাশিত বাক্য ৮:৩-৪)।
- বিশ্বাসীই মন্দির: যিশুর বলিদান বিশ্বাসীদেরকে মন্দিরে পরিণত করে (১ করিন্থীয় ৬:১৯), যেখানে পবিত্র আত্মা বাস করেন (ইফিষীয় ২:২২)।
- ইয়োম কিপ্লুর থেকে মূল পার্থক্যসমূহ:

- প্রবেশাধিকার: সার্বজনীন (ইব্রীয় ১০:১৯) বনাম সীমাবদ্ধ (লেবীয় ১৬:২)।
- স্থায়িত্ব: চিরস্থায়ী (ইব্রীয় ১০:১০) বনাম বার্ষিক (লেবীয় ১৬:৩৪)।
- অবস্থান: বিশ্বাসীরাই মন্দির (১ করিন্থীয় ৬:১৯) বনাম ভৌত আবাস।
- পরিধি: সার্বজনীন (১ যোহন ২:২) বনাম ইস্রায়েল-নির্দিষ্ট।

১৩. উপসংহার

যিশু “পথ” হিসেবে (যোহন ১৪:৬), তাঁর মেক্সীষেদীয় যাজকত্ব (ইব্রীয় ৭:১৭), এবং যবনিকা ছিন্ন হওয়া (ইব্রীয় ১০:২০) ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অনন্তকালীন প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করার মাধ্যমে ইয়োম কিপ্পুরকে (লেবীয় পুস্তক ১৬) পূর্ণ করে (ইব্রীয় ১০:১৯)। মেক্সীষেদকের রুটি ও দ্রাক্ষারস (আদিপুস্তক ১৪:১৮) প্রভুর ভোজের পূর্বভাস দেয়, যা পিতার কাছে যাওয়ার পথ হিসেবে যিশুর দেহ ও রক্তের উদযাপন (১ করিন্থীয় ১১:২৪-২৫)। পবিত্র আত্মা, যা বিশ্বাস, অনুতাপ এবং বাপ্তিস্মের মাধ্যমে লাভ করা যায় (প্রেরিত ২:৩৮), স্বপ্ন, দর্শন এবং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যোগাযোগ করে (প্রেরিত ২:১৭-১৮), বিশ্বাসীদের “পথে” (যোহন ১৬:১৩) পরিচালিত করে এবং সঠিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে (ইফিষীয় ২:১৮)। বাপ্তিস্ম এই পথের সূচনা করে (রোমীয় ৬:৩-৪), অপরদিকে প্রভুর ভোজ একে ঘোষণা করে (১ করিন্থীয় ১১:২৬), এবং বিশ্বাসীদেরকে মন্দিররূপে নবায়ন করে (১ করিন্থীয় ৬:১৯)। প্রভুর ভোজের মাধ্যমে ইয়োম কিপ্পুর উদযাপন এই সত্যগুলোকে একত্রিত করে এবং সকলকে বিশ্বাসের মাধ্যমে “সেই পথ” অনুসরণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।